কয়েকটি ঋতু আর ফুলদাদুর গল্প

আফিফ ফুয়াদ

জামালহাটিতে এল ফুলদাদু

শীতের শেষে পুরোনো পাতাগুলো হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে গাছ থেকে যে-সময়ে ঝরে যেতে থাকে সে-সময়ে জামালহাটিতে এল ফুলদাদু। নাতি রাজুকে ফুলদাদুই প্রথম পরিচয়ের দিনে বলেছিল, 'গাছের পাতাগুলি দেখিছো কেমন কাঁপতি কাঁপতি নামি আসে! দেখবা পাতাগুলি যার যার মতো নামি আসতিছে। কেউ এক্কেরে টুপ করে পড়ে, কেউ দেখবা পাক খেতি খেতি ঘুরনির মতো নামি আসতিছে, আবার কাউরে দেখবা কেমন দোল খেতি খেতি নামি আসতিছে — এ যেন ভালোবাসার মানুষির কাছে ধরা দিতি যাচ্চে।'

ফুলদাদুর কথা রাজু জ্ঞান হওয়ার পর থেকে শুনে আসছে। তার জন্ম এপারে — এপার বাংলায়। কেবল তার নয়, তার এক দিদি ও দুই দাদার জন্ম এপারে। বিয়ের পর পরই তার বাবা-মা চলে আসে এ-বাংলায়। ও-বাংলায় ফেলে আসে তার দাদুর রেখে যাওয়া বাস্তুভিটে আর দাদুর ছোটোভাই ফুলদাদুকে। তার দাদু অবশ্য বেঁচে আছে কি নেই তা কেউই জানে না। মানুষটা আপাদমস্তক ভবঘুরে আর জ্ঞানপিপাসু। তাঁর ছিল একটি মেহগিনি কাঠের বিরাট বাক্স। সেই বাক্সের মধ্যে তিন-চারজন লোক শুয়ে থাকতে পারে অনায়াসে। সেখানে অবশ্য শোয়া পরের কথা, কেউ কখনো ঢুকতেই পারেনি; কারণ সেই বাক্সটি দাদুর সম্পত্তি, বইয়ে ভরা থাকত সবসময়। দাদু সেখান থেকে প্রয়োজনমতো বই নিত আবার বই রেখে দিত। শেষ যে-বার বাড়ি থেকে দাদু চলে যায়, সে-বারও সঙ্গে নিয়েছিল ঝোলা ভর্তি বই। দাদুর চলে যাওয়ার এই শেষ স্মৃতিটুকু রাজুর বাবা-মা মনে রেখেছে সারাজীবন। দাদুর চলে যাওয়ার দিনটির কথা জ্ঞান হওয়ার পর থেকে কতবার যে শুনেছে রাজু — তা গুণে বলতে পারবে না।

ফুলদাদুর অবশ্য না-বইয়ের জ্ঞান। মানুষটা গাছ দেখে, জল দেখে, আকাশ দেখে, মাটি দেখে। সারাদিন আকাশের রং কীভাবে ক্ষণে ক্ষণে বদলায়, মেঘ কেমন আকাশে নতুন নতুন ছবি তৈরি করে, পুকুরের জলে কেমন আকাশের ছায়া পড়ে, জলের ঢেউ, জলে খেলে বেড়ানো পোকামাকড় — এসব দেখে। আর কোন মানুষ দুঃখে আছে, আনন্দে থাকা মানুষকে কেমন দেখতে লাগে — এসব দেখে বেড়ায় ফুলদাদু।

ফুলদাদুকে দেখতে দেখতে কথা হারিয়ে ফেলছিল রাজু। পৃথিবীতে এমন আশ্চর্য মানুষ থাকতে পারে! বয়েস হয়েছে অথচ মনে সজীবতা। কেমন এক ছটফটে ভাব সারা শরীরে। আর মানুষটি যখন হাসে — মনে হয় বয়েস-পুকুরের জল থেকে বয়েসের পানা সরিয়ে স্বচ্ছ জলের মতো এক কিশোর দাঁড়িয়ে আছে সামনে; সংসারের কালিমা কিংবা জটিলতা কোনো কিছুই ছুঁতে পারেনি যাকে।

লেবুটুকটুকি অথবা চালফুটুনির স্বপ্ন

'মানুষির যখন বয়েস হইয়ি যায়, মানে আমার মতো বুড়ো হইয়ি যায় তখন তারে কম বয়সি মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলি তার যৈবন ফিরি আসে।'

লেবুটুকটুকির গল্প এভাবে শুরু করে ফুলদাদু।

ফুলদাদুর এখন থাকার জায়গা রাজুর ভাইঝিদের পড়ার ঘরের সোফায়। সবাই যে-যার ঘরে থাকে। বাড়িতে অতিরিক্ত ঘর বলতে এই বসার ঘরটি। এখানে ফুলদাদু সারাদিন থাকে, আর মাঝে মাঝে কোথায় কোথায় চলে যায়। তখন আবার খুঁজে আনতে হয় বয়স্ক মানুষটিকে। এখানে বসে মাঝেমধ্যে নানারকম গল্প শোনায় নাতির মেয়েদের। অধিকাংশ গল্প ভুলে গেছে ফুলদাদু। কোনো কোনো গল্প মাঝপথে থেমে গেলে দাদু তখন চুপ।

বলে, 'সব শালা ভুলে গিছি। গল্পগুলি সব পড়ে পড়ে পচি গেল মনের মধ্যি।'

ফুলদাদু বলতে থাকে :

লেবুটুকটুকি কিছুতেই রাজি নয় বুড়োর সঙ্গে বিয়েতে। যতই রাজা হোক, সে তো বুড়ো। বিয়ের দিন তাই পালিয়ে গেল লেবুটুকটুকি।

লেবুটুকটুকির মা কোথাও খুঁজে পায় না মেয়েকে। শেষে মেয়েকে না-পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে —

লেবুটুকটুকি ফিরে আয়,
তেল-সিঁদুর পচে গেল
বাদি-বাজনা চলে গেল
লেবুটুকটুকি ফিরে আয়।

কিন্তু লেবুটুকটুকি আর ফেরে না। সে আগান-বাগান টপকে ততক্ষণে ঝাঁপ দিয়েছে চলনবিলের জলে। আর এক ঝিনুক মা-ও ততক্ষণে তাকে আশ্রয় দিয়েছে মায়ের মতো তার বুকের মধ্যে।

কয়েকদিন পরে চলনবিলে মাছ ধরতে নামে জেলেরা। আর মাছের সঙ্গে তাদের জালে উঠে আসে অপূর্ব সুন্দর একটি ঝিনুক। এক পথচারী যুবক মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে কিনে নিতে চায় ঝিনুকটি। জেলেরা বলে, দশটাকা দিতে হবে। যুবকটি তাতেই রাজি হয়ে যায়। তারপর ঝিনুকটি কিনে নিয়ে বাড়ির পথ ধরে সে।

বাড়ি গিয়ে ছেলেটি বোঝে এটি কোনো সাধারণ ঝিনুক নয়। ছেলেটি ভালো করে দেখতে গিয়ে দেখে, ঝিনুকের উপর এক অপরূপ সুন্দরী মেয়ের মুখচ্ছবি ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। এ সব দেখে যুবকটি অবাক হয়। তার মনের মধ্যে কেমন তোলপাড় হতে থাকে।

পরের দিন সকালে যুবক ছেলেটির মা রান্নাঘরে ঢুকে অবাক হয়ে যায়। দেখে, কেউ একজন রাতে এসে রান্নাঘরের এঁটো বাসন হাঁড়িকুঁড়ি সব মেজে পরিষ্কার করে রেখে গেছে আর খেয়ে গেছে রাতে রেখে দেওয়া ভাত-তরকারি।

ছেলেটি দেখে, তার পায়ে কেউ একজন পানের পিক ফেলে গেছে রাতে।

সেদিন রাতে যুবক ছেলেটি ঘুমের ভান করে বিছানায় পড়ে থেকে দেখে — গভীর রাতে ঝিনুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল সোনার বরণ এক মেয়ে; যার জোড়া ভুরু, কাজলগৌরী মাছের মতো দিঘল চোখ আর এক ঢাল কালোচুল।

তারপর মেয়েটি যখন আগের রাতের মতো রান্নাঘরের সব কাজ সেরে, ভাত খেয়ে, পান চিবোতে চিবোতে তার পায়ে পিক ফেলতে যাবে তখনই মেয়েটির হাত ধরে ফেলে যুবকটি চেঁচাতে থাকে — মা, তাড়াতাড়ি এসো — চোর ধরে ফেলেছি।

এ পর্যন্ত বলে থেমে যায় ফুলদাদু।

ঘর ভর্তি তখন কিশোরীদের কয়েক জোড়া কৌতূহলী চোখ —

'তারপর তারপর! তারপর কী হল?'

ফুলদাদু তখন বলে চলে :

'আমার জন্যি তো এল না এমন একটা লেবুটুকটুকি — যে দু-বেলা আমারে দু-মুঠো চাল ফুটায়ে দেবে।'

ভাত ছড়ালে কোকিল আসে না

ফুলদাদু আসার পর জামালহাটিতে বসন্ত এল নতুন রূপ নিয়ে।

ফুলদাদু বলল, 'ভাত ছড়ালি কাকের অভাব হয় না। কিন্তু কোকিল কি কখনো ছড়ানো ভাত খেতি আসে?'

সত্যি তো! ছড়ানো ভাত খেতে কেউ তো দেখেনি কোনোদিন কোকিলকে।

ফুলদাদু এসব কথা বলেছিল উঠোনের পেয়ারা গাছে বসা কোকিলের উদ্দেশে। কোকিলটি তখন চঞ্চল হয়ে গাছের এ-ডালে ও-ডালে বসে আর 'কু-উ-উ কু-উ-উ' ডাকে। কোথাও ঠিক আশ্রয় পাচ্ছিল না কোকিলটি।

ফুলদাদু বলল, 'মাম্পি, পম্পা আর ফুলুর জন্যি থাক পেয়ারা গাছের পেয়ারাগুলি। আর কোকিলির জন্যি থাক পেঁপে গাছের পেঁপেগুলি। কেউই যেন হাত না লাগায় পেঁপে গাছে।'

তারপর মনে মনে ফুলদাদু বলল, গায়ক, কবিয়াল তো — একটু সুখী-শৌখিন হয়!

ফুলদাদুর কথামতো সেদিন থেকে উঠোনের পেঁপে গাছটি কোকিলের নামে বরাদ্দ হল। আর সে বছর গ্রীষ্মের দুপুরগুলোতে কোনোভাবেই যখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না ফুলদাদুকে তখন রাজুর ডানপিটে ভাইঝি ফুলু, ফুলদাদুকে লুকিয়ে পিছু নিয়ে দেখতে পেল — ফুলদাদু একটি বালতি নিয়ে মাঠের গোরুগুলোকে জল খাওয়াচ্ছে ঠা-ঠা রোদের মধ্যে।

এসব দেখার পর ফুলদাদুকে ফুলু বলল, 'তোমার না বয়েস হয়েছে!'

ফুলদাদু উত্তরে বলল, 'তা হোক! ওরা তো অবলা জীব — রোদে বড়ো কষ্ট পাচ্ছিল। আমি ওদের কষ্ট সহ্য করতি পারি না রে!'

ফুলদাদুর চলে যাওয়া

ওপার বাংলার বাস্তুভিটে আর ভাঙাচোরা বাড়িটি ছেড়ে ফুলদাদু যখন চিরদিনের জন্য এ-বাংলায় চলে আসবে ভেবেছিল তখন প্রতিবেশীরা বাধা দিয়ে বলেছিল :

'শেষ যেবনটা এখানে কাটায়ে যাও দাদু। আমরা পাঁচ গাঁয়ের মানুষ কি তোমার পর? আমরা তোমায় দেখবানে।'

এ সব কথা কানেই নিল না ফুলদাদু।

এ বাংলায় থাকা তার ভাইপো আর তাদের ছেলেমেয়েরা যেন সীমানা পার করে টেনে আনল মানুষটাকে।

পরের শীতে মারা গেল ফুলদাদু। রাতেই মারা গিয়েছিল। বাড়ির সবাই তখন শীতঘুমের গভীর। ভোরে, ভাঙা ঘুমে রাজুর বাবাই প্রথম আবিষ্কার করে — তার ফুলকাকা নেই!

ঘুমের মধ্যে কি মারা গিয়েছিল ফুলদাদু? যদি জেগে থেকে মারা যায়, তবে, মৃত্যু মুহূর্তে কি ভেবেছিল মানুষটি?

এসব কথা বোধহয় কেউই জানতে পারে না কোনোদিন!

ফুলদাদু চলে যাওয়ার পর আবার বসন্ত এল। এবং জামালহাটিতে এবার অনেক বেশিদিন থাকল বসন্ত। জামালহাটির বাসিন্দারা অনেক বেশি নতুন পাতা আর ফুলের গন্ধ পেল, অনেক বেশিদিন কোকিলের ডাক শুনল। আর ডানপিটে কিশোরী ফুলু — সারা গ্রীষ্মকাল মাঠে মাঠে ঘুরে যে কটি গোরু পেল তাদের জল খাওয়াল যত্ন করে।